মাসিক অধিকার বার্তা

৫৪ তম সংখ্যা, বৈশাখ-জৈষ্ঠ ১৪২২, মে -২০১৬ইং পঞ্চম বর্ষ,

নাগরিক কমিটির উদ্যেগে রাস্তা মেরামত

লালমোহন উপজেলার পশ্চিম চর উমেদ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সদস্যরা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে সাধারন মানুষের

নাগরিক কমিটির উদ্যোগে রাস্তাা সংস্কার

পথ চলাচলের সুবিদার্থে ১নং ওয়ার্ডের আছর উদ্দিনের বাড়ি থেকে কাদের সর্দার বাড়ি পর্যন্ত আসা যাওয়ার মাটির রাস্তাটি সংস্কার করেন।রাস্তাটি তৈরি করতে ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ও অন্যান্য সাধারন জনগনের সহযোগিতায় প্রায় ১৫,০০০ টাকা সংগ্রহ করে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে থেকে নিজেরাও স্বেচ্ছা শ্রমদিয়ে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেন। ১ ও ২ নং ওয়ার্ডের অনেক জনসাধারন উক্ত রাস্তাটি দিয়ে বভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনেই চলাচল করে। অথচ চলাচলের জনগুরুত্বপুর্ন এই রাস্তাটি অত্যান্ত অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে দীর্ঘদিন যাবত। রাস্তা আর জমির আইল প্রায় সমান তাই প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে রাস্তার উপরেই কোমর জল থাকে।বয়স্ক নারী-পুরুষ বিশেষত শিশুদের স্কুলে যেতে অনেক বেশী কষ্ট হয় এবং রাস্তাটি একেবারেই ব্যাবহার করা যায়না। তাই এই সড়কটির নির্মান প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়েই চলছে।অথচ ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সদস্যরা বেশ কয়েকবার ইউনিয়ন পরিষদকে আবহিত করলেও এই দিচ্ছি,আগামীতে দেব পর্যন্তই।অথচ সমস্যাটি সমাধানের পথ কেউই খুজে পায়নি।সাধারন মানুষের চরম দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে সমস্যাটি ১নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি গত মার্চ মাসের মাসিক সভায় উপস্থাপন করে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং নিজেরাই স্থানীয়ভাবে সড়কটি সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজটি বাস্তবায়নের জন্য নাগরিক কমিটির সদস্যরা ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। মো: নান্নু মিয়াকে আহবায়ক করে নাগরিক কমিটির,মো: নাগর,মো:শাহিন হাওলাদার কে সদস্য নির্বাচন করা হয়। কমিটির সদস্যরা প্রথমেই স্থানীয় ভাবে মাটি কাটা সর্দারের সাথে আলোচনা করে এর খসড়া ব্যয় নির্ধারনের চেষ্টা করেন এবং সেই সাথে নাগরিক কমিটির সদস্যরাও নিজেরা মাটি কাটার কাজে অংশ নেবেন বলেও জানান। ফলে মোট ব্যয় নির্ধারন করা হয় ১৫০০০/-(পনের হাজার টাকা)। এ টাকা নাগরিক কমিটির সদস্যসহ স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে উঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে এবং সংগ্রহ করে।গত ১০/৩/২০১৬ ইং তারিখ উক্ত রাস্তার কাজ শুরু হয় যেখানে প্রায় ৬জন শ্রমিক মোট ৫দিন কাজ করেন এবং ২৬/১/২০১৬ইং তারিখ রাস্তার কাজটি শেষ হয়।ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সদস্যরা নিজেরাও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সাথে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে কাজ করেন। নাগরিক কমিটির মো: নিরব বলেন কতবার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছে রাস্তাটির ব্যাপারে অথচ কোন গুরুত্বই দিলোনা। ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির এধরনের স্ব- উদ্যেগের ফলে রাস্তাটি নির্মিত হওয়ায় স্থানীয়রা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারা এই ধরনের জনকল্যান মুলক কাজ করার জন্য ওয়ার্ড নাগরিক কমিটিকে অনেক ধন্যবাদ জানায়।

প্রশিক্ষন শেষে জীবিকার পথ খুজে পেলো ইউছুফ

জনসংগঠনের প্রচেষ্টায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর গত বছর প্রশিক্ষন পেয়েছিল তজুমদ্দিন উপজেলার চাচরা ইউনিয়নের ৪০ জন বেকার যুবক।ইউনিয়ন পরিষদের মিলনায়তনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অত্র ইউনিয়নের দরিদ্র বেকার যুবকদের আত্তকর্মসংস্থানের লক্ষে মোবাইল সার্ভিসিং এর

নিজের দোকানে মোবাইল সার্ভিসিং কাজ নিয়ে ব্যাস্ত

উপর প্রশিক্ষন প্রদান করেছিল।তাদেরই একজন মো: ইউছুফ পিতা মো: কাঞ্চন মিয়া,বাড়ি চাচরা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সফুউল্ল্যাহ মেম্বার বাড়ি।৩নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সহায়তায় তার নামটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কতৃক আয়োজিত মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষনে অর্ন্তভুক্ত হয়। তিনি অত্যান্ত গুরুত্ব সহকারে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে প্রশিক্ষনটি গ্রহন করেন।ইউছুফ এর পড়াশুনার দৌড় খুব বেশি নয় মাত্র অষ্টম শ্রেনী পাস।তাই জীবন নিয়ে হতাশা ছিলো,ছিলোনা কোন গতি আর এভাবেই অলস সময় পার হচ্ছিল। প্রশিক্ষনটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার পর মোবাইল সার্ভিসিং এর কাজের উপর তার দক্ষতা ও আগ্রহ বাড়ে। তিনি জীবন ধারনের জন্য জীবিকা অর্জনের পথ ও খুজে পান। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিবারের সাথে আলোচনা করে তজুমদ্দিন উপজেলার জন গুরুত্বপুর্ন খাসের হাট বাজারে একটি দোকান নিয়ে মোবাইল সার্ভিসিং কার্যক্রম শুরু করেন চলতি বছরের শুরুতেই।

ইউছুফ এর সাথে আলোচনা কালে তিনি জানান অগে কিছু কিছু ধারনা ছিলো কিন্তু কোন প্রশিক্ষন ও স্বচ্ছ ধারনা না থাকায় তিনি এই কাজ শুরু করার সাহস পাননি। জনসংগঠনের সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষনটি পাওয়ার পর তার দক্ষতা বেড়েছে দুর হয়েছে অস্পষ্টতা তিনি এখন মোবাইল সার্ভিসিং এর কাজটিই পেশা হিসেবে নিয়েছেন।

এ বিষয়ে ইউছুফ আরো জানান বর্তমান সময়ে মোবাইল সার্ভিসিং এর কাজ খুবই লাভজনক এই প্রশিক্ষনটি আমার জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ন ছিলো মোবাইল সার্ভিসিং এর কাজ করতে গেলে স্বচ্ছ ধারনা থাকার প্রয়োজন অস্পষ্ট ধারনা নিয়ে এ কাজ করা যায়না।আমি এটাকেই পেশা হিসেবে গ্রহন করতে চাই।

ওয়ার্ড সভায় দাবীর মধ্য দিয়ে জেলে ভিজিএফ আদায়

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্দাষ্ট সময় পর্যন্ত নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ যার ফলে সরকার এর পক্ষ থেকে হত দরিদ্র জেলে পরিবারের জন্য স্পেশাল ভি জি এফ এর বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।ইউনিয়ন পরিষদ সেই সকল হত দরিদ্র জেলেদের তালিকা প্রস্তুত করে এবং তাদের জেলে ভিজি এফ প্রদান করে থাকে।যদিও এক্ষেত্রে অনেক অনিয়মের অভিযোগ দেখা যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে প্রকৃত জেলেরা না

হত দরিদ্র জেলে খোকন

পেয়ে অন্যরা পেয়ে থাকে বলে অভিযোগ অনেক জেলের। লালমোহন উপজেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বেড়ির পাড়ের বাসিন্দা মো: খোকন তিনি পেশায় একজন জেলে মাছ ধরা বন্ধ থাকায় এখন হাতে তেমন কোন কাজ নেই বছরের এই সময়টা তাদের বেশ কষ্টেই কাটে।তিনি জানেন যে সরকারের পক্ষ থেকে এই সময় প্রকৃত জেলেদের জন্য জেলে ভিজিএফ দেওয়া হয় কিন্তু তার অধিকাংশই দেয়া হয় চেহারা দেখে স্বজন প্রীতির মাধ্যমে।খোকনের মতো অনেক জেলেরাই তাই বঞ্চিত হয় প্রাপ্য অধিকার থেকে। বাড়ির কিছু দুরেই নাগরিক কমিটির সভা হয় প্রতিমাসে। খোকনকে নাগরিক কমিটির সদস্য নুর মোহাম্মদ পরামর্শ দেন প্রতিবছরের ন্যায়

এবারও ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে,চেয়ারম্যান মেম্বার ওয়ার্ড সভায় উপস্থিত থাকবে সে যেন ওয়ার্ড সভায় উপস্থিত হয়ে তার সমস্যার কথা বলে একটি জেলে ভিজিএফ দাবি করে। গত ১২/০৪/২০১৬ইং তারিখ চেয়ারম্যান বাজারে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড সভায় খোকন অংশগ্রহন করেন এবং চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে তার সমস্যার কথা উপস্থাপন করে একটি জেলে ভিজিএফ কার্ড দাবী করেন। তার দাবীর প্রেক্ষিতে ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম খোকনের নামটি তালিকাভুক্ত করেন এবং কয়েকদিন পড়ে তাকে কার্ড প্রদান করা হয়।যার ফলশ্রুতিতে গত ১৪/০৫/২০১৬ইং তারিখ ইউনিয়ন পরিষদে এসে খোকন জেলে ভিজিএফ এর চাল নিতে আসে। এব্যাপারে তার অনুভুতি জানতে চাইলে সে বলে মাছ ধরা বন্ধ তাই সংসার চালানোই কষ্টকর কেননা মাছ ধরাই আমাদের একমাত্র পেশা এধরনের সহযোগিতা না পেলে সংসার চালানো অনেক কষ্টের হতো আগে যেমন হয়েছে।ওয়ার্ড সভায় গিয়ে দাবী করাতেই আজকে এই চাল পেয়েছি।নাগরিক কমিটির সদস্যরা ওয়ার্ড সভায় আমার জন্য সুপারিশ করেছে।

সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের সংলাপ

তৃনমুলে প্রাণি সম্পদ দপ্তরের সেবার মান উন্নয়নে জেলা পর্যায়ের সংলাপ গত ৩১শে মে ২০১৬ ইং সকাল ১১টায় মুসলিম ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরীর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা জনাব প্রদীপ কুমার কর্মকার।জেলা জনসংগঠনের সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম সভাপতিত্বে,উক্ত সংলাপে বিভিন্ন ইউনিয়নের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি,স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ,জনসংগঠনের সদস্যবৃন্দ ইউনিয়ন থেকে আগত সাধারন উপকারভোগী। সভায় উপস্থিত অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে অনেকেই তাদের গুরুত্বপুর্ন মতামত ব্যাক্ত করেন এবং সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ করেন।প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা বলেন ইউনিয়ন পরিষদে অফিস নিশ্চিতের বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে আসবাবপত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে।তিনি বলেন সরকার প্রচুর পরিমানে ঔষুধ সরবারহ করছে আমাদের কোন প্রকার ঔষুধ ঘাটতি নেই যদি কেউ ঔষুধ না দেয় তাহলে সাথে সাথে আমাকে জনাবেন।উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এ ব্যাপারে নাগরিক কমিটির সদস্যরা আমাদের সহযোগিতা করতে পারে। জেলা জনসংগঠনের সভাপতি বলেন জনবল সংকট আছে তথাপি যদি নির্ধারিত দিনে প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তারা ইউপিতে বসে তবে সাধারন নাগরিকরা সেবা নিতে পারবে।উপস্থিত অংশগ্রহনকারীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনগুরুত্বপুর্ন স্থানে নিয়মিত ভ্যাকসিন কার্যক্রম পরিচালনা করার কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় যা জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট দ্রুত প্রেরন করবেন বলে জানান এবং সেই সাথে প্রতিটি ইউনিয়নে ঔষুধের তালিকা ও দাম,সিটিজেন চার্টার ও ডিউটি রোস্টার সরবারহ করার অংগীকার ব্যাক্ত করেন।

জেলা পর্যায়ের সংলাপে উপস্থিত অংশগ্রহনকারীগন

জনতার মুখোমুখি বাজেট অধিবেশন (২০১৬ –২০১৭)

গত মে মাসে ভোলা জেলায় কোস্ট- দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ইউনিয়নে জনতার মুখোমুখি উম্মুক্ত বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দৌলতখান উপজেলার দক্ষিন জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ তাদের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট ঘোষনা করে। দক্ষিন জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে কোস্ট ট্রাস্ট ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আলমগীর মিয়ার সভাপতিত্বে জনতার মুখোমুখি উম্মুক্ত বাজেট অধিবেশনে দৌলতখান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মনজুরুল ইসলাম,উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মুস্তাফিজুর রহমান ইউপি সদস্যবৃন্দ,স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ এবং অত্র ইউনিয়নের শত শত নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। ইউপি সচিব মো: ইব্রাহীম ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের দক্ষিন জয়নগর ইউনিয়নের আয় ব্যায়ের হিসাব এবং ২০১৬-২০১৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষনা করেন। বাজেট ঘোষনার পরউপস্থিত জনসাধারন বাজেটে উল্লেখিত বিভিন্ন খাত এর বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন করেন বরাদ্দ সংযোজন ও বিয়োজন করার সুপারিশ করেন।ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাদের সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দেন এবং বাজেটে বাদ পরা বিভিন্ন প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বিভিন্ন খাতে বাজেটের বরাদ্দ বৃদ্ধি করেন।এভাবে যথাক্রমে পশ্চিম ইলিশা, শিবপুর, চাদপুর, চাচড়া,পক্ষিয়া ও লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন জনতার মুখোমুখি উম্মুক্ত বাজেট অধিবেশনের মাধ্যমে তাদের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট ঘোষনা করে।

জনগন বাজেট সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করছে

অবকাঠামোগত সেবার মান উন্নয়নে সামাজিক নিরীক্ষা

ভোলা জেলায় দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়নকৃত পল্লী অবকাঠামো সেবার মান উন্নয়নের লক্ষে সেবার মান যাচাই এর মধ্য দিয়ে সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সামাজিক নিরীক্ষা(সোশ্যাল অডিট) কার্যক্রম শুরু হয়।ইউনিয়ন জনসংগঠনও সাধারন নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়,যারা সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ইউনিয়ন পরিষদ কতৃক বাস্তবায়নকৃত এলজিএসপি ও হত দরিদ্রদের জন্য কর্মসুচির বিভিন্ন স্কীম পরিদর্শন, এফজিডির মাধ্যমে উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহন, সংশ্লিষ্ট পিআইসি কমিটির সাক্ষাৎকার গ্রহন এবং ইউনিয়ন পরিষদের নথিপত্র ও ডকুমেন্টশন পরীক্ষা করার মাধ্যমে সেবার বর্তমান চিত্র চিত্রায়িত করেন।সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য মাঠ পর্যায়ের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের সংলাপে উপস্থাপন করা।

উপকারভোগীদের মতামত নিচ্ছে সামাজিক নিরীক্ষা টিম

কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি সভা	১০৮	১০৮
ইউনিয়ন জনসংগঠন সভা	১২	১২
ইউপির দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা	০৭	০৭
ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা	১৬	১৬
ওয়ার্ড সভা	১২	১২
কর মাইকিং	০৯	০৯
অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প নিরুপন সভা	১২	১০
ওপেন বাজেট	০৮	০৭

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের সকল কর্মী সহযোগিতা করেছেন। "বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য"মোঃ আবুল হাসান
প্রকল্প সমন্বয়কারী
কোস্ট ট্রাস্ট- দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প
প্রকল্প কার্যালয়-
১৬৭, উপজেলা রোড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
ফোন-০৪৯২২৫৬১৯০, ০১৭১৩৩২৮৪৩৬
hasan@coastbd.net www.coastbd.net